কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

<u>আপীল বিভাগ</u>

মাননীয় বিচারপতি বিবেক চৌধুরী

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৭৯৩২

অরুণ কুমার ঘোষ

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রী শক্তিনাথ মুখার্জি, উচ্চ আইনজীবী,
শ্রী এ. ব্যানার্জি, আইনজীবী

৩ নং উত্তরদাতার জন্যঃ শ্রী জয়দীপ কর, বরিষ্ঠ আইনজীবী
শ্রী সিদ্ধার্থ ব্যানার্জি, আইনজীবী
শ্রী দ্যুতিমান ব্যানার্জি, আইনজীবী
শ্রী দেব কুমার দাস, আইনজীবী
শ্রী সৌমজিৎ মজুমদার, আইনজীবী

রাজ্যের জন্যঃ শ্রী চন্ডী চরণ দে, উকিল,
শ্রী সাধন হালদার, উকিল

শুনানি শেষ হয়েছে ১১ই অক্টোবর, ২০২৩

রায়ঃ ১৭ই নভেম্বর, ২০২৩

<u>বিচারপতি বিবেক চৌধুরীঃ-</u>

<u>তথ্য</u>

২০০১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নদীয়ার হরিণঘাটার আয়েশপুরে শাকসবজি, ফুল, মশলা এবং অন্যান্য উদ্যান উৎপাদনের জন্য একটি হাইব্রিড/উচ্চ ফলনশীল বীজ এবং চারা উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশের আহ্বান জানায়। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হয়েছিল যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং

উদ্যান উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড, বিবাদী নং ৩। আবেদনকারী সকল যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করে, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ বীজ প্রকল্পের জন্য আবেদনকারীর কোম্পানিকে নির্বাচন করে এবং ৩০শে মার্চ, ২০০১ তারিখের একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক বিভাগ আবেদনকারীকে নদীয়ার হরিণঘাটার আয়েশপুরে বীজ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ দেয়। আবেদনকারী আরও বলেন যে কর্পোরেশনের (বিবাদী নং ৩) সাথে যৌথভাবে প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য আবেদনকারী ২০০৩ সালে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি গঠন করেন। যৌথ উদ্যোগ কোম্পানির প্রাথমিক আলোচনার সময়, আবেদনকারীকে জানানো হয় যে ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ কর্তৃক এক টুকরো জমি সরবরাহ করা হবে। কর্পোরেশন ২২শে ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের তার চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারীকে উক্ত জমিতে পরীক্ষামূলক চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। ১১ই আগস্ট, ২০০৪ তারিখে কর্পোরেশন কর্তৃক শান্তি-কৃষি-উদ্যান প্রাইভেট লিমিটেডকে একটি খসড়া সমঝোতা স্মারক পাঠানো হয়। লিমিটেডের সাথে চুক্তিতে 'উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কোনও সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি এবং উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হবে কিনা তাও উল্লেখ করা হয়নি। ২০০৩ সাল থেকে হরিণঘাটার আয়েশপুরে অবস্থিত ৫ হেক্টর জমিতে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যদিও কোনও সমঝোতা স্মারক কার্যকর হয়নি। আবেদনকারী সরল বিশ্বাসে এবং জনস্বার্থে উক্ত জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন পরিচালনার জন্য সমর্থন করেছিলেন।

আবেদনকারীর কোম্পানি বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাদের দক্ষতা অর্জন এবং উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদনের জন্য গবেষণার জন্য একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। তিনি সাইটে কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে উক্ত উৎপাদন ইউনিটে ৫০ থেকে ৬০ জনেরও বেশি কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। যাইহোক, ৩০শে এপ্রিল, ২০১০ তারিখে আবেদনকারীকে অনুমতি ছাড়া বাণিজ্যিক চাষ কেন করা হচ্ছে তার কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বছরের পর বছর ধরে কর্পোরেশনের কাছে রিটার্ন/হিসাবের বিবরণী জমা না দেওয়ার জন্য ব্যাখ্যা দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কর্পোরেশন আবেদনকারীকে ৩০শে জুন, ২০১০ এর মধ্যে দখলকৃত জমি খালি করার নির্দেশ দেয়। তবে, বিবাদী কর্তৃপক্ষ ২০শে জুলাই, ২০১০ তারিখের এই চিঠির কোনও কার্যকারিতা প্রদান করেনি। বিপরীতে, ৫ই আগস্ট, ২০১০ তারিখে আবেদনকারী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগের সহকারী সচিবের মধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ জমির উপর যৌথ উদ্যোগ চুক্তি চূড়ান্ত করার জন্য একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আবেদনকারী উক্ত জমিতে উচ্চ ফলনশীল বীজ এবং চারা উৎপাদন করে আসছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে উদ্ভিদ এবং সরবরাহ সরবরাহ করছেন। আবেদনকারী সংস্থা বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় নিষ্ঠার সাথে উক্ত প্রকল্পটি পরিচালনা করে আসছে। রাজ্য সরকার ২৮শে এপ্রিল, ২০১১ তারিখে বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের ডিন থেকে আবেদনকারীর মালিকানাধীন একটি সত্তার সাথে এই ধরনের সহযোগিতার অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদনও পেয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখের চিঠির মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। জানতে পেরেছিলেন যে কর্পোরেশন, উত্তরদাতা নং ৩, মহকুমা আধিকারিকের কাছে দুটি অভিযোগ।

হঠাৎ করেই ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে, পশ্চিম বঙ্গ সরকারি জমি (অননুমোদিত দখলদার উচ্ছেদ) আইন, ১৯৬২ এর ধারা ৩ এবং ৪ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের অভিযোগে মহকুমা কর্মকর্তা কর্তৃক একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয় এবং এই নোটিশের সাথে সম্পর্কিত আবেদনকারীকে ৫ই অক্টোবর, ২০২০ তারিখে শুনানিতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। অনুসন্ধানে, আবেদনকারী জানতে পারেন যে, কর্পোরেশন, বিবাদী নং ৩, মহকুমা কর্মকর্তার কাছে দুটি অভিযোগ করেছে যাতে তিনি আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট জমি থেকে উচ্ছেদের জন্য পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেন। আবেদনকারী কল্যাণীর সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জারি করা নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে সংবিধানের ২২৬ ধারার অধীনে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন, যা ২০২১ সালের WPA ১৪৯৭ হিসেবে নিবন্ধিত ছিল। তবে, উক্ত রিট পিটিশনের শুনানির সময়, কর্পোরেশন ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের নোটিশটি আইন অনুসারে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রত্যাহারের স্বাধীনতা চেয়েছিল, তাই ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের নোটিশটি এই আদালতের অনুমতিক্রমে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আবেদনকারীর পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে যে শান্তি কৃষি-উদ্যানতত্ত্ব প্রাইভেট লিমিটেড আইনগত সত্তা হিসেবে ২০২০ সালের WPA ৮৩৫৬ নামে আরেকটি রিট পিটিশন দাখিল করেছে এবং উক্ত রিট পিটিশনটি এখনও বিচারের জন্য বিচারাধীন রয়েছে, যদিও রাজ্য বিবাদীদের নোটিশ প্রত্যাহারের পর এটি অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এরপর, আবেদনকারী উক্ত জমিতে সমঝোতা স্মারক অনুসারে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে, ৯ই আগস্ট, ২০২১ তারিখে কিছু ব্যক্তি জোরপূর্বক উক্ত জমিতে প্রবেশ করে এবং আবেদনকারী কোম্পানির কর্মচারীদের উপর হামলা চালায়, মূল্যবান মেশিন এবং গাছপালা কেড়ে নেয় এবং আবেদনকারীকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের চেষ্টা করে।

আবেদনকারী তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেন। তিনি ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে দখল পুনরুদ্ধার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রতিকারের জন্য একটি রিট পিটিশনও দায়ের করেন যা ২০২১ সালের WPA ১৬৪০৪ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। তবে, কিছু ভুল এবং পরবর্তী ঘটনাগুলির কারণে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে আদালতের অনুমতি নিয়ে এই রিট পিটিশন প্রত্যাহার করা হয়। আবেদনকারীর দাখিল করা এফআইআরের ভিত্তিতে নথিভুক্ত ফৌজদারি মামলার তদন্তের সময়ও, বিবাদী নং ৩ এর পুরুষ এবং কর্মচারীরা জোরপূর্বক এবং ফলস্বরূপ আবেদনকারীর উক্ত সম্পত্তিতে প্রবেশ এবং প্রস্থানে বাধা প্রদান করেন। তিনি সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদনও দায়ের করেন যা ২০২২ সালের WPA ২৪২৯০, কিন্তু ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ তারিখে উক্ত রিট পিটিশনটি নিষ্পত্তি করা হয়, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, উল্লেখিত রিট পিটিশনে বিতর্কিত তথ্য সম্পর্কিত প্রশ্ন জড়িত ছিল। সংক্ষুব্ধ হয়ে, আবেদনকারী ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেন, যা ২০২৩ সালের MAT ৭৩৫ হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে এবং বর্তমানে এটি বিচারের জন্য বিচারাধীন। আবেদনকারীর অভিযোগ, ২০২২ সালের WPA ২৪২৯০ দাখিলের পর, বিবাদীরা, বিশেষ করে বিবাদী নং ৩, আন্তঃবিভাগীয় যোগাযোগের আকারে কিছু নথি তৈরি এবং তৈরি করেছেন যাতে দাবি করা হয় যে কর্পোরেশনকে ১৩ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে এবং তার পর থেকে বিষয় জমির উপর অনুমতিমূলক এবং ভৌত দখল দেওয়া হয়েছিল। আন্তঃবিভাগীয় যোগাযোগ থেকে বিবাদীদের যুক্তি স্পষ্টতই মিথ্যা, মনগড়া এবং

আবেদনকারী এবং বিবাদী নং ৩-এর মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক এবং উক্ত জমির দখল প্রদানের সাথে সাংঘর্ষিক। তদনুসারে, আবেদনকারী ২১শে মার্চ, ২০২৩ তারিখে বিবাদী নং ৩ কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে একটি চিঠি লিখেছিলেন, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, উল্লেখ করে যে আবেদনকারী নদীয়ার হরিণঘাটার আয়েশপুরে অবস্থিত প্রায় ৫ হেক্টর জমির দখল কখনও হস্তান্তর করেননি। বিবাদী নং ৩ কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২৭শে এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে উক্ত চিঠির জবাব দেন। আবেদনকারী আরও জানান যে আবেদনকারী উদ্যানপালনের উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তিটি তৈরি করেছিলেন এবং মূল্যবান যন্ত্রপাতি, উচ্চ ফলনশীল বীজ এবং চারা সংগ্রহ করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি উক্ত সম্পত্তিতে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছিলেন। বিবাদী নং ৩-এর কর্মচারীরা রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে এবং জোরপূর্বক জমিতে প্রবেশ করে আবেদনকারীর দখলকৃত ফার্ম থেকে গাছপালা, চারা এবং বিভিন্ন দামি ফলমূল কেড়ে নিয়েছে। আবেদনকারীর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আবেদনকারী আরও দাবি

করেন যে তিনি কখনও বিবাদী নং ৩-এর অনুকূলে স্বেচ্ছায় বিষয় জমির দখল সমর্পণ করেননি। বিবাদী নং ৩-এর আইনগত প্রক্রিয়া ব্যতীত উক্ত জমির দখল নেওয়ার কোনও ক্ষমতা নেই।

প্রার্থনা

উপরের তথ্যগুলির উপর আবেদনকারী-এ নিম্নলিখিত ত্রাণগুলির জন্য প্রার্থনা করেছেন তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনঃ-

ক) উত্তরদাতাদের এবং তাদের লোক এবং এজেন্টদের সংযত করার জন্য এবং/অথবা ম্যান্ডামাস প্রকৃতির রিট জারি করা আবেদনকারী এবং তার লোক এবং এজেন্টদের সীমাবদ্ধ/বাধা দেওয়া

আয়েশপুর, হরিণঘাটা, নদীয়ার ফার্মে প্রবেশাধিকার থেকে, যার ফলে আবেদনকারীকে এই ধরনের সম্পত্তিতে প্রবেশ এবং প্রস্থান করার অনুমতি দেওয়া হয়;

খ) প্রকৃতিতে উত্তরদাতাদের এবং তাদের প্রত্যেককে এবং তাদের লোক, প্রতিনিধি, কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া এবং/অথবা বাধ্যতামূলক প্রকৃতির রিট জারি করা এবং ২৭.০৪.২০২৩ তারিখের নোটিশটি প্রত্যাহার, প্রত্যাহার এবং/অথবা প্রত্যাহার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং উত্তরদাতার দ্বারা ২৭.০৪.২০২৩ তারিখের চিঠির মাধ্যমে করা কথিত মিথ্যা দাবির ভিত্তিতে আপনার আবেদনকারীকে প্রশ্নযুক্ত জমি থেকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে উত্তরদাতাদের এই জাতীয় মিথ্যা দাবির ক্ষেত্রে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কর্পোরেশন, এবং এই জাতীয় এবং যোগাযোগকে আলাদা করে রাখা;

গ) দ্বারা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দখল দাবি/অর্জনের জন্য আইনের মীমাংসিত নীতির পাশাপাশি মামলার রেকর্ডের সরাসরি বিপরীত অবৈধ এবং অননুমোদিত পদক্ষেপ নেওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখার জন্য উত্তরদাতাদের নির্দেশ দিয়ে ম্যান্ডামাসে রিট বা রিট জারি করুন। আইনকে ফাঁকি দেওয়া;

ঘ) জমি দখলের উপর আপাতদৃষ্টিতে মিথ্যা দাবিগুলি কেন উপেক্ষা করা হবে না এবং দোষীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে না তা দেখানোর জন্য কর্পোরেশনকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য ম্যান্ডামাসে জারি করা রিট বা রিট সরকারী পদের অপব্যবহারের জন্য আধিকারিকরা;

ঙ) আপনার আবেদনকারীকে প্রশ্নযুক্ত জমি থেকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে কোনও আইনি পদক্ষেপ না নেওয়া হলে উত্তরদাতাদের উক্ত জমির দখল দাবি করার বিষয়ে যে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রাখার একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ এই আবেদনের নিষ্পত্তি;

চ) উপরের প্রার্থনার ক্ষেত্রে এনআইএসআই-এর নিয়ম;

ছ) আবেদনের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ (ক), (খ) এবং (গ) উপরে লিখিত

জ) আবেদনকারীর সাথে সমঝোতা স্মারক কার্যকর করার জন্য বিবাদীদের নির্দেশ দিয়ে একটি রিট জারি করা, যা প্রায় দুই দশক ধরে সমস্ত পক্ষের দ্বারা সম্মত হয়েছে এবং কার্যকর হয়েছে, বিবাদী নং ৩ কর্তৃক অবৈধ পদক্ষেপ গ্রহণের আগে;

ঝ) এই আবেদনের খরচ এবং আনুষঙ্গিক খরচ;

জ) এই মাননীয় আদালত যেভাবে উপযুক্ত এবং যথাযথ মনে করবেন, সেইভাবে আরও বা অন্য কোনও আদেশ বা আদেশ জারি করা এবং/অথবা নির্দেশনা বা নির্দেশ দেওয়া হবে।"

<u>পিটিশনারের পক্ষের যুক্তি-</u>

আবেদনকারীর পক্ষে সিনিয়র আইনজীবী শ্রী শক্তিনাথ মুখার্জি দাখিল করেছেন যে উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড বীজ এবং চারা চাষের জন্য আবেদনকারীর অনুকূলে জমিটি হস্তান্তর করা হয়েছিল। শুরুতেই তিনি আদালতকে ঘটনার প্রাসঙ্গিক তারিখগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি দাখিল করেছেন যে বীজ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিবাদী নং ৩ কর্তৃক শুরু হওয়া একটি দরপত্র প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে জমিটি আবেদনকারীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। আবেদনকারীকে সর্বোচ্চ যোগ্য দরদাতা হিসেবে পাওয়ায় বিবাদী নং ৩ কর্তৃক গৃহীত হয়। এরপর মিঃ মুখার্জি আমাকে রিট পিটিশনের ৫৮ পৃষ্ঠায় নিয়ে যান যা বিবাদী নং ৩ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক লিখিত একটি চিঠি যেখানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেছেন যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র এবং উদ্যানপালন বিভাগ হরিণঘাটায় আবেদনকারীর সাথে একটি যৌথ উদ্যোগ কোম্পানি গঠনের জন্য কর্পোরেশনকে ৫ হেক্টর জমি হস্তান্তরের জন্য ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে।

কর্পোরেশন ২৫শে জুলাই, ২০২৩ তারিখে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক চিঠি পায়। তবে, কর্পোরেশনকে উক্ত যৌথ উদ্যোগ শুরু করার জন্য কোনও আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেওয়া হয়নি। বিভাগীয় অনুমোদনের প্রত্যাশায়, কর্পোরেশন আবেদনকারীকে আয়েশপুরে উক্ত ৫ হেক্টর জমি অনুমোদিত দখলের ভিত্তিতে উক্ত জমিতে খাদ্য উদ্ভিদ ইত্যাদির পরীক্ষামূলক চাষের জন্য প্রদান করে। উক্ত চিঠিতে আরও বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র উদ্যানপালন বিভাগ এবং এলএ এবং এলআর বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্পোরেশনের সাথে যৌথ উদ্যোগ কোম্পানি গঠনের প্রত্যাশায় আবেদনকারীকে উক্ত জমিটি প্রদান করা হয়েছিল।

কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, উচ্চ ফলনশীল বীজ এবং চারা অঙ্কুরোদগমের বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য আবেদনকারীকে উক্ত জমির দখল

হস্তান্তর করা হলেও, তিনি উক্ত জমিটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন। অতএব, আবেদনকারীকে চিঠি প্রাপ্তির তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে বিবাদী নং ৩ কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুকূলে বিষয় জমির দখল হস্তান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রী মুখার্জি দাখিল করেছেন যে ২০শে জুলাই, ২০১০ তারিখের নোটিশটি পদত্যাগের নোটিশ। আবেদনকারীকে উক্ত নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি বিষয় জমির দখল হস্তান্তর করেননি এবং এর ফলে জমিটি ত্যাগ করেননি।

জমি ছেড়ে দিতে আবেদনকারীর অস্বীকৃতির উপর, পশ্চিম বঙ্গীয় সরকারি জমি (অননুমোদিত দখলদার উচ্ছেদ) আইন, ১৯৬২ এর অধীনে একটি কার্যক্রম

২৯শে জুন, ২০২০ তারিখে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রধান সচিবের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে আবেদনকারীকে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট জমিটি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এবং ৭ই জুলাই, ২০২০ তারিখের মধ্যে জমিটি খালি করার জন্য তিনি কী কী ব্যবস্থা নেবেন তা লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়। জবাবে, তিনি উক্ত জমিতে চাষাবাদের জন্য তাঁর করা বিনিয়োগ বিবেচনা করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ আবেদনগুলি গ্রহণ করেনি। অতএব, ১৯৭১ সালের অননুমোদিত দখলদার উচ্ছেদ আইনের অধীনে আবেদনকারী কর্তৃক অননুমোদিত দখল অপসারণের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মহকুমা কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়েছিল। আবেদনকারী ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের নোটিশটিকে চ্যালেঞ্জ করে ২০২১ সালের নং WPA 1497 সম্বলিত একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন। উক্ত রিট পিটিশনটি শুনানির জন্য উপস্থিত হলে প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদী উক্ত নোটিশটি প্রত্যাহার করার

এবং উক্ত নোটিশে কারিগরি ভুলের কারণে নতুন করে কার্যক্রম শুরু করার স্বাধীনতা প্রার্থনা করেন। পরবর্তীকালে, আবেদনকারী ২০২১ সালের নং WPA 16404 সম্বলিত একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন কিন্তু রিট পিটিশনে কিছু ভুল এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর কারণে আবেদনকারী উক্ত রিট পিটিশনটিও প্রত্যাহার করে নেন, যাতে আরও ভালো বিবরণ সহ একই কারণে নতুন করে মামলা দায়ের করার স্বাধীনতা থাকে। আবেদনকারীকে আরও ভালো বিবরণ সহ একই কারণে মামলা দায়ের করার স্বাধীনতা সহ উক্ত রিট পিটিশনটি প্রত্যাহার করে খারিজ করা হয়।

শ্রী মুখার্জি পরবর্তীতে আমার সামনে দাখিল করেন যে, উপরোক্ত রিট আবেদন প্রত্যাহারের পর, বিবাদীরা সবচেয়ে অবৈধ এবং বেআইনিভাবে সমগ্র বিষয়বস্তু জমি সমর্পণ করেছে, আবেদনকারীদের অনুপ্রবেশ করতে বাধা দিয়েছে এবং

যে উদ্দেশ্যে জমিটি তাকে হস্তান্তর করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যেই চাষাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা। শ্রী মুখার্জির যুক্তি, বিবাদীর পদক্ষেপ অত্যন্ত বেআইনি এবং জমির আইন অনুসারে অস্থিতিশীল কারণ আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া কাউকেই এভাবে উচ্ছেদ করা যাবে না। এই যুক্তির সমর্থনে শ্রী মুখার্জি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মামলায় এই আদালতের একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। এই রায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন মৎস্য ও সম্পদ বিভাগের সচিব বনাম মেসার্স বানসিলাল লেজার পার্কস লিমিটেড এবং সম্পদ (২০১৯) ৪ সিএইচএন ৫৮২-এ রিপোর্ট করা হয়েছে। তিনি বিশেষভাবে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের ২১ থেকে ৩৮ অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রী মুখার্জীর দাখিল করা হয়েছে যে, উপরোক্ত রিপোর্টকৃত সিদ্ধান্তে, বিপরীত পক্ষ নং ১-কে নলবনের জলাশয় নৌকা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এবং প্রকল্পের সাধারণ কার্যক্রমের জন্য সংলগ্ন জমি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যার মাধ্যমে তাদের অফিস টিকিট কাউন্টার, গার্ড রুম, গেট, সীমানা প্রাচীর,

বেড়া, বিদ্যুতায়ন, রেস্তোরাঁ, খাবার কাউন্টার, সৌন্দর্যবর্ধন ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য অস্থায়ী এবং স্থায়ী কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। উক্ত চুক্তিটি ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ সালে সম্পাদিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে এটি ২০৪০ সাল পর্যন্ত ৩০ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছিল। চুক্তির বৈধতা থাকাকালীন, উক্ত মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড বিপরীত পক্ষ নং ১-কে একটি নোটিশ পাঠিয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ তারিখের লাইসেন্স চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। এর আগে, ২০শে এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে, বিপরীত পক্ষ নং ২ আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে, বিপরীত পক্ষ নং ২-এর বিরুদ্ধে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, বিপরীত পক্ষ নং ১-এর লাইসেন্স ঘোষণার ডিক্রি জারি করার জন্য। ব্যবসা পরিচালনার অধিকার এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য। বিপরীত পক্ষ নং ১ এর পক্ষে একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা হয়েছিল।

উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারীরা আলিপুরের ১৫তম আদালতের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজের কাছে একটি বিবিধ আপিল করেন, যিনি ২৩শে এপ্রিল, ২০১৪ তারিখের এক আদেশে বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশ বাতিল করে বিবিধ আপিলের অনুমতি দেন। পরের দিনই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিধাননগরের মহকুমা কর্মকর্তা নলবনের দখল মৎস্য অধিদপ্তরের উপ-পরিচালকের কাছে হস্তান্তর করেন। রাজ্য কর্তৃপক্ষ বিষয়বস্তু অবরোধ করে বিবাদী নং ১ কে উক্ত পার্ক এবং নৌকা বিহার কমপ্লেক্সে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। বিপক্ষ পক্ষ নং ১, আলিপুরের ১৫তম আদালতের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা বাতিলের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে ২০১৪ সালের সিও নং ১৩৭৫ সম্বলিত এই আদালতে একটি রিভিশন দাখিল করে। বিজ্ঞ একক বিচারক অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে উল্লেখিত রিভিশন হোল্ডিং নিষ্পত্তি করেন যে, বিপক্ষ পক্ষ নং ১ দখল পুনরুদ্ধারের অধিকারী ছিল

কিন্তু বিপক্ষ পক্ষ নং ১ কর্তৃক পুনরুদ্ধারের জন্য উপযুক্ত আবেদন করার ফলে তা বিচারিক আদালতের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বিপক্ষ পক্ষ নং ১ তদনুসারে সিপিসির ১৫১ ধারার অধীনে ট্রায়াল কোর্টে একটি আবেদন দাখিল করে এবং বিচারিক আদালত বিপরীত পক্ষ নং ১ এর পক্ষে দখল পুনরুদ্ধারের নির্দেশমূলক আবেদনটি মঞ্জুর করে। মৎস্য বিভাগের সচিব এবং উত্তর ২৪ পরগনার কালেক্টরের প্রতিনিধিত্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংবিধানের ২২৬ ধারার অধীনে দখল পুনরুদ্ধারের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে একটি রিভিশনের আবেদন করে। এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ উক্ত রিভিশন নিষ্পত্তি করার সময় বলেছে:-

"৩৮ নিষেধাজ্ঞার আদেশ বাতিল হওয়া সত্ত্বেও, রাষ্ট্র কার্যত মামলার সম্পত্তি ব্যারিকেড করে বিপরীত পক্ষ নং ১ কে উচ্ছেদ করতে পারেনি,

আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই। এমনকি একজন অনুপ্রবেশকারীকেও ভারতীয় আইনের অধীনে আইনের যথাযথ প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে উচ্ছেদ করতে হয়। রাষ্ট্রের এই ধরনের অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাচারী আচরণ, যা নৈর্ব্যক্তিক এবং যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা হয়, তা অসৎ এবং স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের ধারণার জন্ম দেয়, যা যেকোনো পরিস্থিতিতেই নিন্দনীয়। উদ্‌ধৃত সিদ্ধান্তগুলিতে এটি সমানভাবে বলা হয়েছে যে আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করা যাবে না এবং অবৈধ দখলের ক্ষেত্রে, দখল পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দিয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার ক্ষেত্রে আদালতের হাত বাঁধা নেই।”

উপরোক্ত রায়ের উপর নির্ভর করে আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ বরিষ্ঠ কৌঁসুলি জনাব মুখার্জী এই যুক্তি পেশ করছেন যে, আবেদনকারীর পক্ষে কোনও মামলায় নিষেধাজ্ঞা জারি না হলেও, আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া তাকে উচ্ছেদ করা যাবে না।

এরপর শ্রী মুখার্জী মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের কৃষ্ণ রাম মহালে (মৃত) মামলায় তার আইনি প্রতিনিধিদের দ্বারা ১৯৮৯ সালের ২০৯৭ সালের এআইআর-এ রিপোর্ট করা শ্রীমতি সত্ত্বা রাম ভেঙ্কট রাও-এর রায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রতিবেদনে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের মতে, যেখানে একজন ব্যক্তির সম্পত্তির স্থায়ী দখল থাকে, এমনকি এই ধারণার উপরও যে সম্পত্তিতে তার থাকার কোনও অধিকার নেই, আইনের সমস্ত আশ্রয় ছাড়া সম্পত্তির মালিক তাকে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবেন না। এই সিদ্ধান্তে আসার সময় সুপ্রিম কোর্ট পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিল লালু যশবন্ত সিং বনাম রাও জগদীশ সিং, (১৯৬৮) ২ এসসিআর ২০৩, পি.পি ২০৮-২১০ এবং মেদিনীপুর জমিদারি কোং লিমিটেড বনাম নরেশ নারায়া রায়, ৫১ ইন্ডিয়ান অ্যাপ ২৯৩, পি.২৯৩, পি.২৯৯।

অতএব, আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবীর আবেদন, আবেদনকারীর জমির উপর মীমাংসাকৃত দখল ছিল। বিবাদী নং ৩ কর্তৃক বাগানের জন্য জমিটি তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, কোনও আইনের আশ্রয় ছাড়াই রাজ্য কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে দখলমুক্ত করে দেয়। অতএব, আবেদনকারী দখল পুনরুদ্ধারের অধিকারী।

উত্তরদাতাদের পক্ষে যুক্তি

অন্যদিকে উত্তরদাতা নং ৩-এর পক্ষে বিদ্বান বরিষ্ঠ কাউন্সেল জনাব জয়দীপ কার জমা দিয়েছেন যে তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনটি ফোরাম শপিং, বস্তুগত সত্যকে দমন করা এবং এই আদালত থেকে একটি আদেশ ছিনিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টার একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। তাঁর যুক্তি স্পষ্ট করার জন্য, শ্রী কর জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারী পূর্বে অনুরূপ ত্রাণের জন্য ২০২২-এর ডব্লিউপিএ নং ২৪২৯০ দায়ের করেছিলেন। উক্ত রিট পিটিশনটি একটি সমন্বিত বেঞ্চ দ্বারা ১৩ * ফেব্রুয়ারী, ২০২৩-এর আদেশের মাধ্যমে খারিজ করা

হয়েছিল এই ভিত্তিতে যে বিতর্কিত প্রশ্নগুলি উক্ত রিট পিটিশনে জড়িত ছিল যা কোনও রিট আদালত দ্বারা প্রবেশ করা যায়নি। আবেদনকারী ২০২৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারির আদেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেন এবং উক্ত আপিলটি বিচারাধীন রয়েছে।

শ্রী কর এরপরে ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এ -এর ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করেছেন। আবেদনকারী উক্ত দুটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন যে, ৯ই আগস্ট, ২০২১ তারিখে কর্পোরেশনের প্রতিনিধি এবং/অথবা কর্মচারী হিসাবে নিজেদের প্রতিনিধিত্বকারী বেশ কয়েকজন ব্যক্তি জোরপূর্বক সংশ্লিষ্ট জমিতে প্রবেশ করে। তারা আবেদনকারীকে লাঞ্ছিত করে এবং তার কর্মচারীরা জমিটি ধ্বংস করে দেয়। অন্যান্য গাছগুলিকে বলপূর্বক উক্ত জমি থেকে টেনে বের করে আনা হয়। তারপর, বলেছেন যে ব্যক্তিরা একটি ব্যারিকেড দিয়ে বিষয়টিকে ঘিরে ফেলেছিল এবং ব্যারিকেডের উপর নোটিশের একটি অনুলিপি লাগিয়েছিল যা এইভাবে চলেছিলঃ-

"জমিটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ কর্পোরেশন লিমিটেডের অন্তর্গত। উক্ত জমিতে অনধিকার প্রবেশ এম. ডি, ডব্লিউ. বি. এস. এফ. পি. এইচ. ডি. সি. এল-এর আদেশে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।"

শ্রী কর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন ২০২২ সালের WPA নং ২৪২৯০-এর পৃষ্ঠা-৮৮-এর দিকে, যা ঘটনার তারিখেই অর্থাৎ ৯ আগস্ট, ২০২১ তারিখে আবেদনকারীর জাগুলি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে করা অভিযোগের একটি অনুলিপি। অভিযোগে বলা হয়েছে যে, একই তারিখে সকালে যখন তার কর্মচারীরা বাগানে কাজ করছিলেন, তখন কিছু অজ্ঞাত ব্যক্তি জমিতে অনুপ্রবেশ করে, আবেদনকারীদের কিছু কর্মচারীকে জোরপূর্বক জমি থেকে টেনে বের করে দেয় এবং আবেদনকারীর বাগান তালাবদ্ধ করে অবৈধভাবে দখল করে নেয়। পরবর্তীকালে, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে আবেদনকারী জাগুলি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং কল্যাণীর পুলিশ সুপারের কাছে একটি বিস্তারিত অভিযোগ করেন। তবে, ৯ আগস্ট এবং ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে অপরাধীদের বিরুদ্ধে করা তার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কোনও মামলা দায়ের করেনি।

২০২১ সালের WPA ২৪২৯০-এর রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, আবেদনকারী এবং তার লোকজন এবং এজেন্টদের দখল থেকে সরিয়ে নেওয়ার পর, বিবাদী নং ৩-এর কর্মচারীরা বিভিন্ন তারিখে ৩০শে অক্টোবর, ২০২১ এবং ১০ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে মাতৃগাছ, যন্ত্রপাতি এবং অত্যন্ত মূল্যবান গাছপালা এবং গাছপালা নিয়ে যায়। এর ফলে আবেদনকারীকে নদীয়ার কল্যাণীতে বিজ্ঞ অতিরিক্ত প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ফৌজদারি অপরাধ দমন কমিশনের ১৫৬(৩) ধারার অধীনে একটি আবেদন দাখিল করতে হয়।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত আবেদনটি হরিণঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করেন এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন যে তারা যেন এটিকে এফআইআর হিসেবে গণ্য করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা শুরু করে। কেবলমাত্র এই নির্দেশের ভিত্তিতে, হরিণঘাটা থানা মামলা নং ৪৩০, ২০২১, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭/৩২৩/৩৭৯/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে অপরাধীদের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা হয়।

শ্রী কর যুক্তি দেন যে আবেদনকারী বর্তমান রিট আবেদনে উপরোক্ত তথ্যগুলি গোপন করেছেন। মিঃ কর আরও বলেন যে ২০২২ সালের WPA ২৪২৯০-এ আবেদনকারী শান্তি নার্সারি, আয়েশপুর, বড়জাগোলিতে আবেদনকারীর প্রবেশ এবং বহির্গমনে হস্তক্ষেপ করা বা আবেদনকারীর সম্পত্তি বা ব্যক্তিদের কোনও ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের জন্য আবেদন করেছিলেন। তাৎক্ষণিক রিট আবেদনে আবেদনকারী দখল পুনরুদ্ধারের জন্য একই আবেদন করেছেন। যখন সমন্বিত বেঞ্চের আদেশ ম্যান্ডামাস আপিলের বিবেচনাধীন থাকে, তখন এই আদালত আবেদনকারীর পক্ষে কোনও ত্রাণ দিতে পারে না এবং তাৎক্ষণিক রিট আবেদনটি খারিজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

রাজ্যের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী দে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষে বিবাদী নং ৩-এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর দাখিলকৃত দাখিলটি গ্রহণ করেছেন।

১৭

কারণসহ সিদ্ধান্ত

পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর এবং এই আদালতে উপস্থাপিত রেকর্ডের সমস্ত উপকরণ সাবধানতার সাথে পর্যালোচনা করার পর, এই আদালত এই অভিমত পোষণ করেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলির পক্ষ থেকে বিজ্ঞ বরিষ্ঠ আইনজীবীদের দাখিলের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে এবং হলফনামা বিনিময়ের জন্য যেকোনো নির্দেশনা জারি করা প্রয়োজন কারণ সমস্ত নথি এই আদালতে সংযুক্তি আকারে রয়েছে।

২০০১ সালে পি.এস. হরিণঘাটার আয়েশপুরে একটি বীজ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আবেদনকারীকে বিষয় জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল, এতে কোনও বিতর্ক নেই। ২০০৩ সালের ২২ ডিসেম্বর ভারত সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ আবেদনকারীকে হরিণঘাটায় উক্ত ৫ হেক্টর জমিতে উদ্ভিদ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উদ্যানপালন সামগ্রীর পরীক্ষামূলক চাষের অনুমতি দেয়। ২০০৪ সালের ১৬ জুন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগের যুগ্ম সচিব বিবাদী নং ৩ কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে একটি চিঠি লিখে কর্পোরেশন, মেসার্স

ইন্ডাস সিডস এক্সপোর্টস এবং মেসার্স শান্তি এগ্রি-হোর্টি প্রাইভেট লিমিটেড (আবেদনকারী কর্তৃক নিগমিত কোম্পানি) দ্বারা একটি যৌথ উদ্যোগ কোম্পানি স্থাপনের জন্য আবেদনকারী এবং আবেদনকারীর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত এবং কার্যকর করা হয়। পরবর্তীকালে, ২০শে জুলাই, ২০১০ তারিখে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক আবেদনকারীকে জমির বৈধ দখল প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করা হয়। পরবর্তীকালে, কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কল্যাণীর এসডিওকে একটি চিঠি লেখেন

আবেদনকারী কর্তৃক বিষয় জমির অননুমোদিত দখল অপসারণের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। আবেদনকারী কর্তৃক 2021 সালের WPA 1497 দাখিল করে উক্ত নোটিশটিকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল। উক্ত নোটিশে কারিগরি ত্রুটির কারণে বিবাদী নং 2 কর্পোরেশনের অনুরোধে উক্ত রিট পিটিশনটি খারিজ করা হয়েছিল। এরপর, আবেদনকারী WPA 16404 of 2021 নামে আরেকটি রিট পিটিশন দায়ের করেন যা আরও ভাল বিবরণ সহ একই কারণে নতুন রিট পিটিশন দাখিল করার স্বাধীনতা সহ প্রত্যাহার করে খারিজ করা হয়েছিল। এরপর, আবেদনকারী ২০২২ সালের WPA ২৪২৯০ দায়ের করেন। ২০২২ সালের WPA ২৪২৯০-এ আবেদনকারীর প্রধান প্রতিকার হল, ৯ আগস্ট, ২০২১ এবং ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে আবেদনকারীর করা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিবাদী কর্তৃপক্ষ এবং/অথবা তাদের অধস্তনদের, বিশেষ করে বিবাদী নং ৩ এবং ৪-কে নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি রিট জারি করা, যা যথাক্রমে পরিশিষ্ট P19 এবং P21। উক্ত রিট আবেদনে বিবাদী নং ৩ এবং ৪ ছিলেন কল্যাণীর পুলিশ সুপার এবং জাগুলি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

অবশ্যই, আবেদনকারী, তার কর্মী এবং এজেন্টদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিবাদী কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে বিবাদী নং ৪ এবং ৫ (?) কে নির্দেশ দেওয়ার জন্য ম্যান্ডামাস প্রার্থনা করেছিলেন। সুতরাং, প্রাথমিকভাবে ২০২২ সালের WPA ২৪২৯০ পুলিশি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে একটি রিট আবেদন। অতএব, গ্রুপ-৯ এর অধীনে অবশিষ্ট বিষয়গুলি গ্রহণ করে বেঞ্চ এটি শুনানি এবং নিষ্পত্তি করে।

তাৎক্ষণিক রিট আবেদনের পরিধি সম্পূর্ণ ভিন্ন যেখানে আবেদনকারী বিবাদী এবং তাদের কর্মী এবং এজেন্টদের আয়েশপুর, হরিণঘাটা, নদীয়ার ফার্মে প্রবেশের জন্য আবেদনকারী এবং তার কর্মী এবং এজেন্টদের সীমাবদ্ধ/বাধা দেওয়ার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য আদেশের আবেদন করেছিলেন, যার ফলে আবেদনকারীকে এই ধরনের সম্পত্তি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ত্রাণে প্রবেশ এবং প্রস্থান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

১৯

বিবাদীরা এমন কোনও নথি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন যা প্রমাণ করে যে তারা আইনত জমির দখল পেয়েছেন। এটি আইনের একটি স্থিরীকৃত প্রস্তাব যে বন্দোবস্তকৃত দখলে থাকা ব্যক্তিকে আইনগতভাবে ব্যতীত অন্য কোনওভাবে উচ্ছেদ করা যাবে না। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে কোনও আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই উচ্ছেদ করা হয়েছিল। যখন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পদ্ধতিগত বাধা সম্পত্তির মূল্যবান অধিকার, তা যেভাবেই হোক না কেন, কেড়ে নেওয়া হলে, সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রতিকার পাওয়া যাবে।

উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পদক্ষেপটি স্বেচ্ছাচারী, অবৈধ এবং অসৎ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিবাদীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা আবেদনকারী এবং তার লোকদের এবং এজেন্টদের আইনগত প্রক্রিয়া ব্যতীত জমিতে প্রবেশ এবং প্রস্থানে বাধা দেবেন না। সেই অনুযায়ী, বিবাদীদের দ্বারা আবেদনকারীর উপর জারি করা ২৭শে এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের নোটিশটি এতদ্বারা বাতিল করা হল।

তাৎক্ষণিক রিট আবেদনটি সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হল। তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

(বিচারপতি বিবেক চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal